UTTAR PRASANGA
October 2020

Vol. 14, No. 10

RNI No. WBBEN / 2007 / 21521
Postal Registration No. COB/05/2020-2022

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY

Vivekananda Street, C...

Get opportunity for capacity ... knowledge

Post Graduate Diploma Course

Title of the Course : Post Graduate Diploma in Mass communication and Journalism

Duration : 1 Year, Course Fee : 30000/-

Certificate cou...

Title of the Course : Certificate Course in Rajbanshi Language
Duration : 6 Months, Course Fee : 3000/-

Title of the Course : Certificate Course in Spanish Language
Duration : 6 ... Course Fee : 3000/-

Printed, Published Owner by : Debabrata Chak... Road, Cooch Behar - 736101
Printed At :

250/-

ISSN 2348-2036

উত্তর প্রসঙ্গ

একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল

RNI No. WBBEN/ 2007/ 21521
ISSN 2348 - 2036

Postal Registration No. COB.05/2020-2022

উত্তর প্রসঙ্গ

একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী **জার্নাল**

১৪ বর্ষ ⌋ ১০ সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা) ⌋ অক্টোবর ২০২০ ⌋ ২৫০/-

– ঃঃ সূচিপত্র ঃঃ –

১. জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধী — স্বামী নির্বিকল্পানন্দ - ১
২. দ্বিতীয় ক্রুশবিদ্ধ শান্তির দূত মহাত্মা গান্ধী — সৌমেন নাগ - ৮
৩. বিস্ময়ে চাহি তোমা পানে ঃ প্রসঙ্গ মহাত্মা গান্ধী — রমাপ্রসাদ নাগ - ১৪
৪. স্বাধীনতা আন্দোলন ও গান্ধী — দেবপ্রসাদ গুহ - ১৯
৫. মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্র ভাবনা ঃ যুক্তিহীন নৈরাজ্যবাদ নাকি কল্যাণকামী মানবতাবাদ ? - একটি বিশ্লেষণ — বিমল শংকর নন্দ - ৪৯
৬. মহাত্মা গান্ধী, ভগবদ গীতা এবং সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ — ডঃ দেব কুমার মুখার্জী - ৩১
৭. আত্মশক্তি অন্বেষণে গান্ধীজী — অমল কুমার ঘোড় - ৬৮
৮. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি: 'রাজনৈতিক প্রয়োজনা' থেকে 'রাজনৈতিক উদ্দীপনা' — ড. রূপ কুমার বর্মন - ৭৭
৯. মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা — ঈপ্সিতা হালদার - ৮৭
১০. গান্ধীজী : আধুনিকতা ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা — মহম্মদ হেফাজুল্লা - ৯৯
১১. স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়ে গান্ধীজীর অভিমত ঃ — সুখবিলাস বর্মা - ১০৫
১২. গান্ধীজি ও বুনিয়াদী শিক্ষা — দেবাশিস দাশ চৌধুরী - ১১৪
১৩. ভারতীয় দর্শনে অহিংসা এবং সমকালীন বিশ্বে গান্ধীর সত্যাগ্রহের প্রাসঙ্গিকতা — রাজীব নন্দী - ১২৬
১৪. সার্ধশতবর্ষের আলোকে গান্ধীজীর দর্শন ও তার ব্যাখ্যা — পার্থসারথী চক্রবর্তী - ১৩৪
১৫. দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধী — সুমিত মুখোপাধ্যায় - ১৩৭
১৬. রাজন্যবর্গের মানসলোকে গান্ধীজীঃ সার্ধ-শতবর্ষে ফিরে দেখা। — দেবব্রত চাকী - ১৪৭
১৭. সংঘের গান্ধীভাবনা — ইন্দ্রমোহন রাভা - ১৫৩
১৮. গান্ধী-মোদী ও স্বচ্ছতা অভিযান — দেবদূত ঘোষঠাকুর - ১৬০

ISSN 2348 - 2036

UTTAR PRASANGA

A Socio-Economic Analytical Journal

Uttar Prasanga is now a very familiar name to the intellectual section of Bengal. To the serious readers the Uttar Prasanga is highly adorned as a journal of research in the field of social, economic, political, regional, cultural, anthropological, literary and other aspects of Northern and North-East Region . The pointed attention is given by the journal to unfold, to open up the rich resources of West Bengal, North-East India and neighbouring area for the great mass readers interact in the subjects. With this end in vew Uttar Prasanga today determined to traverse the new horizon of knowledge. Contributory articles relating above subjects will be considered for Publication by the Editorial Board.

Editorial Advisory Board

Dr. Ananda Gopal Ghosh, President

Sri Ushakanta Dutta (Member)
Dr. Soumen Nag (Member)
Dr. Nripendra Nath Pal (Member)
Dr. Ashutosh Sarkar (Member)
Dr. Dipak Kumar Roy (Member)
Dr. Rup Kumar Barman (Member)
Sri Umesh Sharma (Member)
Sri Ashes Das (Member)
Dr. Sukhbilash Barma (Member)
Dr. Madhab Ch. Adhikary (Member)
Dr. Rajib Nandi (Member)
Dr. Kartik Ch. Sutradhar (Member)
Dr. Ranjan Roy (Member)
Sri Swapan Kumar Roy (Member)
Sri Ram Abtar Sharma (Member)

Editorial Board

Dr. Pragna Paromita Sarkar, Dr. Subhasish Bhattacharya, Dr. Anil Kr. Sarkar, Dr. Surya Narayan Ray, Dr. Shasanka Kr. Gayen, Smt. Mitali Chaki Sarkar & Sri Lalit Chandra Barman.

Associate Editor

Sri Niladri Biswas

Sri Avijit Das, Sri Prasad Das, Sri Monojit Das & Miss. Sanghamitra Roy

Editor : Sri Debabrata Chaki

Editorial Office

18, Dinhata Road (Naranarayan Road) New Town,
Cooch Behar - 736101, West Bengal, India.
Phone : (03582) 224166 * Mobile : 9434083909, 9832193428
Website : www.uttarprasanga.weebly.com * E-mail :
uttarprasangacob@gmail.com
FB Visit : www.facebook.com/uttarprasangacob

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা

অর্পিতা হালদার

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনি একাধারে আইনজ্ঞ, স্বদেশব্রতী, সমাজ সংস্কারক এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ। তবে গান্ধীজীজির রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে গান্ধিজী নানা সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এবং এগুলি কিছু পরিমাণে বৈপরীত্যে ভরা। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি তা স্বীকারও করে নিয়েছেন। সত্যের সম্মান করতে গিয়ে তিনি অনেক সময়ে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন যে তিনি অনেক সময়ে একই বিষয়ের ওপর ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তিনি তাই হরিজন পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন কেউ যদি তাঁর দুপ্রকার মন্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে পান তাহলে তিনি যেন সাম্প্রতিক মন্তব্যটিকে গ্রহণ করেন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রুশো, হেগেল, মার্কস প্রমুখ কালজয়ী দার্শনিকদের মত তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে রাষ্ট্রচিন্তা বা রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল সূত্র লিপিবদ্ধ করেননি। রাজনীতিবিদ হলেও তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক। প্লেটো, আরিস্টটল, মার্কস প্রভৃতিদের মতো অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম নিয়ে চিন্তা করতেন এবং তার পাশাপাশি ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে কিভাবে পরিচালিত করা যায় তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করতেন। সুতরাং তাঁর মধ্যে চিন্তা ও কাজ এ দুই-এর মহামিলন ঘটেছে।

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্রচিন্তাকে সঠিক কোনো শ্রেনিতে স্পষ্টভাবে শ্রেনিভুক্ত করা যায় না। তবে সামগ্রিক বিচারে আমরা বলতে পারি যে উদারনীতিবাদের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ আনুগত্য। গান্ধী ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকারের সংকোচন ঘটাবার কথা বলেনি। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে জীবনের আদর্শ বলে মনে করতেন তিনি। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন পাশ্চাত্যের পন্ডিতেরা যে সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে প্রচার করেছেন তার মধ্যে ছিল হিংসার প্রকাশ এবং তা ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি চরম আঘাত। মূলতঃ এই দুই কারণে গান্ধিজী চরম সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে স্বীকার করে নিতে পারেননি।

রাজনীতি সম্পর্কে গান্ধিজী সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। রাজনীতিকে তিনি কখনও উচ্চ আসনে বসাননি। তিনি মনে করতেন নাগরিক চাইলেও রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। কারণ রাজনীতি আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে এবং

সমাজজীবনে বাস করতে গেলে প্রয়োজন এমন কতগুলি সমস্যার সমধান যা রাজনীতি ছাড়া সম্ভব নয়। রাজনীতি সম্পর্কে গান্ধিজী বিরূপ ধারণাই পোষণ করতেন।

গান্ধিজী সামাজিক কাজকর্মের মধ্যেই ও তার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ ও জনগণের উন্নতির কথা ভাবতেন। এইসব সামাজিক দায়িত্ব পালনকে তিনি প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু অনেক সময় সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গেলেও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করার অপরিহার্যতা দেখা যায়। গান্ধিজীর বক্তব্য ছিল রাজনীতি বর্জিত সামাজিক কল্যাণ তাঁর কাছে কাম্য হলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। তাই তিনি রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারস্থ হন।

আমরা জানি ১৮৯৬ সালের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে তিনি জন্মলাভ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন এবং ব্যারিস্টারি পাশ করে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনের ব্যবসা শুরু করেন। এই দুই স্থানে গেলেও ভারতীয় সভ্যতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষি, সংস্কৃতি ধ্যানধারণা প্রভৃতিকে তিনি জীবন দর্শনের চলিকা ব্যক্তি বলে মনে করতেন। ১৯১৫ সালের পর যখন তিনি পাকাপাকিভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন তখন আজন্ম লালিত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে পারলেন না। ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে গতানুগতিকভাবে পরিচালিত না করে ভারতীয় ভাবধারা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য প্রভৃতির আদলে গড়ে তুলতে চাইলেন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দর্শন চিন্তার প্রভাব তাঁর ওপরে গভীরভাবে পড়েছিল। তিনি রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতিকে আপাদমস্তক নৈতিকতা, গোঁড়ামি মুক্ত ধর্ম, মূল্যবোধ প্রভৃতির আবরণে আবৃত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রনীতিকে আমরা ধর্মের অনুশাসনে, শাসিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আবরণে আবৃত একটি উজ্জ্বল ধারণা বলে মনে করি। গান্ধিজী রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিকতার সবগুলির একত্রে সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন।

গান্ধিজী লক্ষ্য অর্জনকে প্রাধান্য দিতেন, লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিকে নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল উদ্দেশ্য মহৎ হলে তা অর্জনের জন্য নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। 'হিন্দ স্বরাজ' নামে লিখিত পুস্তকে তিনি এ জাতীয় বক্তব্য উল্লেখিত করেছেন। গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তাকে রাষ্ট্রদর্শন নামে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি আজীবন সত্যানুসন্ধানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি যা সত্য বলে মনে করতেন তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে কোনোদিন ক্লান্তিবোধ করতেন না। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি রাজনীতিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং সত্য অর্জিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাঁর নিকট রাজনীতি একটি গুরুত্বহীন বিষয়ের মর্যাদা পেত। আবার সত্যানুসন্ধান

কথাটি (বা ধারণাটি— গান্ধীর নিকট ছিল বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত। তিনি হিতবাদী দার্শনিকদের মতো যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি ও সুখের কলেবর বৃদ্ধিকে ব্যক্তিকে চরম লক্ষ্য বলে মনে করেননি। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তার জন্য সমাজস্থ মানুষকে সবরকম প্রকার শোষণ, বৈষম্য, অবিচার, পীড়ন প্রভৃতি থেকে মুক্ত করা এর জন্য শান্তিপূর্ণ অহিংস উপায়ে শক্তির প্রয়োগ না করে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার আর একটি দিক হল এটি পরিবর্তনশীল এবং বিবর্তনশীল। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – 'তিনি নিজেকে বারবার সংশোধন করেছেন, তাঁকে নানা সময়ে নিজের মতামত বদলাতে হয়েছে, কালের পরিবর্তনের সাথে তাঁর মতামত বদল হয়েছে। এই এক অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অপরাজেয় করে তুলেছে তা তাঁর সহজাত কবচের মতো তাঁকে পরিশীলিত ও শাসিত করেছে।' তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে পরিবর্তনশীলতা এবং বিবর্তনশীলতা আছে এ কথার অর্থ এই নয় যে তিনি নানা প্রকার অসঙ্গতির শিকার। অসঙ্গতি থাকতেই পারে। তবে সেই অসঙ্গতি আদৌ অর্থহীন নয়। সমস্ত প্রকার অসঙ্গতির টিকি বাঁধা আছে তাঁর মূল দর্শন চিন্তার সঙ্গে।

গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার একটি বড়ো অংশে গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতিকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। আজীবন তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা প্রদানের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন। গণতন্ত্রই মানুষের সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করে তোলার উৎকৃষ্ট উপায়। আর সেজন্য প্রয়োজনে ক্ষমতাকে গ্রাম স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রচিন্তা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। গান্ধিজী গণতন্ত্র বলতে সবার মত নিয়ে কাজ করা বোঝাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যার মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয়েরই মত থাকবে। গান্ধিজী প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে বিশেষ মর্যাদা দানের পক্ষপাতী ছিলেন।

গান্ধীজী, মার্কস ও সমাজতান্ত্রিকদের রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ঃ

মার্কস শ্রেনিহীন ও শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার জন্য তিনি সর্বহারা শ্রেনির নেতৃত্বে বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। গান্ধীজী শ্রেনিহীন সমাজের কথা বলেননি, তবে জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের কথা বলেছিলেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী বলে তিনি মনে করতেন। নানা জাতপাতের মধ্যে যে বিভেদ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তার বিলোপ সাধন ছিল

do Road, Mac

তাঁর জীবনের ব্রত।

গান্ধীজী নানা প্রসঙ্গে রাষ্ট্র নামক সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠনকে নিয়ে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তা হল রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দিক – রাষ্ট্র হিংসা ও পীড়নমূলক শক্তির প্রতীক। অর্থাৎ তাঁর মতে রাষ্ট্র ও হিংসাকে স্বতন্ত্র বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্র হল জনগণের অনিষ্টকারী ও পীড়নমূলক একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি তাই রাষ্ট্রকে একটি হৃদয়হীন যন্ত্র নামে অভিহিত করেছেন। গান্ধী কর্তৃক রাষ্ট্রের এই চরিত্র বিশ্লেষণকে আমরা মার্কসের বিশ্লেষণের সঙ্গে সহজেই তুলনা করতে পারি। কারণ মার্কস রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে রাষ্ট্র হল – 'The excutive of the modern state is but a committe for managing the common affairs of the whole bourgeois.'

সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেনির স্বার্থ দেখাশোনার জন্য যে কমিটি তাকেই রাষ্ট্র বলা যাবে। পন্থী মার্কস-এর মতো রাষ্ট্রকে শ্রেনি শাসন ও শ্রেনি শোষণের হাতিয়ার বলে ভাবেননি। কিন্তু রাষ্ট্র যে পীড়নের প্রয়োজনে ব্যবহৃত একটি হিংসামূলক অস্ত্র এই কথাই তিনি বারবার স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন – 'It is an organization based on force.' সুতরাং রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস যে মনোভাব পোষণ করতেন গান্ধীর মনোভাব তার থেকে ভিন্ন মেজাজে অবস্থান করে না। মার্কস-এর লেখা 'Communist Manifesto,' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। মার্কস-এর বেশ কয়েক দশক পরে গান্ধী রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেন। আর তা তিনি করেছিলেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রব্যবস্থার আচরণ ও কাজ দেখে। মার্কসও তাঁর জীবনের একটা বড়ো অংশ ব্রিটেনে কাটিয়েছিলেন এবং ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুতরাং এই দার্শনিক রাষ্ট্র সম্পর্কে সহমত পোষণ করতেন বলা যায়, যদিও কিছু পার্থক্য ছিল। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখের মতো গান্ধিজীও শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে ব্যথিত হতেন এবং কীভাবে তা দূর করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। কিন্তু সমস্যা হল সমাজবাদ স্থাপন করতে হলে একটি দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক পরিকল্পনা করা বিশেষ প্রয়োজন। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কাঠামোর রূপান্তর দরকার এবং তা করতে গেলে প্রয়োজন বিপ্লবের যা সম্পূর্ণরূপে হিংসা বর্জিত হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। অথচ গান্ধীজী হিংসর ঘোর বিরোধী ছিলেন। অতএব সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীর অবস্থান মার্কস-এঙ্গেলস্

এর সমতুল হতে পারে না।

রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধিজীর চিন্তায় নৈরাজ্যবাদের উপাদান ঃ

মহাত্মা গান্ধীর বিশ্লেষণ করলে নৈরাজ্যবাদের কিছু উপাদান পাওয়া যায়। গান্ধিজী আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সার্বভৌমিকতাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে আধুনিক রাষ্ট্র মানে চরম সার্বভৌমিকতার আবাস এবং এই রাষ্ট্র তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে হিংসা ও পাশবিক শক্তির সাহায্যে নাগরিকদের ওপর চাপিয়ে দেয়। রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা তাই নাগরিককে রাষ্ট্রের কাছে নতি স্বীকার করতেই হয়। এই অবস্থার কবল থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হল বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে এক বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মধ্যে পীড়ন, হিংসা ও পাশবিক শক্তির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আচরণকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে মনে করা হত এবং তা দেখাবার জন্য হিংসা ও পীড়নের সাহায্যে নাগরিককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করা হত, যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, বিকাশের সহায়ক নয়, বরং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হত এর দ্বারা। অতএব কোনো নাগরিক যদি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ চায় তাহলে রাষ্ট্র একটি অপ্রয়োজনীয় সংগঠন এবং এর বিলোপ সাধন অথবা বিদ্যমান কাঠামোর আমূল সংশোধন অবশ্যই প্রয়োজন বলে গান্ধিজী ও নৈরাজ্যবাদীরা মনে করতেন।

গান্ধিজী মনে করতেন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিতে পারলে হিংসা প্রয়োগের সম্ভাবনাও কমে যাবে। সমগ্র সমাজ গঠিত হবে স্বেচ্ছাধীন সংগঠনগুলির দ্বারা এবং এইরূপ সমাজে হিংসা বা পীড়নের কোনো স্থান থাকবে না। হরিজন পত্রিকায় তিনি বলেছিলেন – 'The nearest approach to the purest anarchy would be democracy based on non-violence.' তাঁর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে তিনি নিজেকে একজন নৈরাজ্যবাদী বলে ভাবতেন এবং নৈরাজবাদ ধারণাটি তাঁর নিকট নিন্দার বিষয়বস্তু ছিল না।

নৈরাজ্যবাদীরা যেমন সরকার, রাষ্ট্র, প্রশাসন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করতেন গান্ধিজীও তাই করতেন। তাঁর নৈরাজ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় 'হিন্দ স্বরাজ' ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হওয়া বইটির মধ্য দিয়ে। এই বইটিতে তিনি ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি করেন সেগুলিকে আমরা নৈরাজ্যবাদের সমর্থন বলতে

পারি। গান্ধিজী একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন যার মধ্যে হিংসা আদৌ থাকবে না। গ্রামকে তিনি আদর্শ সমাজের একেবারে ভিত্তি বলে মনে করেছিলেন। প্রতিটি গ্রাম হবে স্বয়ং শাসিত প্রজাতন্ত্র এবং প্রতিটি গ্রাম সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং নির্ভর হবে। গ্রাম প্রজাতন্ত্রের একক হল ব্যক্তি। ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে প্রশাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং ওপর থেকে কিছুই তাদের ওপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। গ্রাম প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা থাকবে কিন্তু কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন, গ্রাম প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় জনসাধারণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সম্পাদন করবে। যেহেতু নাগরিকরা স্বেচ্ছায় সবকিছু করছে তাই হিংসা, পীড়ন ও বলপ্রয়োগের সামান্যতম অবকাশ নেই। এই হল গান্ধীর আদর্শ সমাজের কাঠামো। এই পরিকল্পনা আমাদের টমাস মুরের ইউটোপিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গান্ধিজী হিংসা বর্জিত আদর্শ সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর কল্পিত সমাজব্যবস্থায় সমাজ থাকলেও রাষ্ট্র এবং তার প্রতীক সার্বভৌমিকতা থাকবে না। অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। হরিজন পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন – 'The ideal non-violent state will be an ordered anarchy.' তাঁর পরিকল্পিত সমাজে হিংসা, পীড়ন, সার্বভৌমিকতা ইত্যাদি থাকবে না এর অর্থ এই নয় যে এহেন সমাজে শৃঙ্খলা ও আইন পুরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, সমাজে মাৎস্যন্যায় দেখা দেবে যা প্রাচীন ভারতে দেখা যেত। সমাজে আইন অবশ্যই থাকবে এবং সেই আইন নাগরিকরা একত্র হয়ে প্রণয়ন করবে। আবার যে আইন তারা প্রণয়ন করছে সেই আইন লংঘনের আগ্রহ তারা দেখাবে না কারণ ঐ আইন প্রণয়নে তাদের সক্রিয় ভূমিকা আছে। এইভাবে গান্ধী স্বেচ্ছাচালিত সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন।

অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'Evolution of Political Philosophy of Gandhi'-তে লিখেছেন গান্ধিজী ছিলেন একজন দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী। কারণ গান্ধিজীর রামরাজ্য, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রাম প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র ইত্যাদি ধারণাগুলি হল নৈরাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থার উপাদান। এদের ভিত্তি হবে স্বেচ্ছাচালিত সামাজিক কাঠামো। বলপ্রয়োগ, হিংসা, সার্বভৌমিকতা কোনো কিছুই স্বেচ্ছাচালিত সমাজে স্থান পাবে না। সমগ্র সমাজব্যবস্থা অহিংসা, পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। প্রত্যেকটি গ্রাম হবে প্রজাতন্ত্র, স্বয়ং শাসিত ও স্বয়ং নির্ভর। তাই অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর নৈরাজ্যবাদকে দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ

বলেছেন। তবে গান্ধিজীর নৈরাজ্যবাদের সাথে সাধারণ নৈরাজ্যবাদের পার্থক্য রয়েছে। গান্ধিজী তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র থেকে হিংসা ও পীড়নমূলক শক্তিকে চিরতরে বিদায় দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা বিশ্বের অন্যান্য নৈরাজ্যবাদীদের চিন্তা ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে তাঁরা সকলেই রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করেছিলেন প্রধানতঃ এর হিংসা ও পাশবিক শক্তির জন্য। অপরদিকে গান্ধিজী সরাসরি বলেছিলেন যে তাঁর সমাজে হিংসা কোনোভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তবে গান্ধিজী একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তাঁর কল্পিত সমাজব্যবস্থায় বিরোধ বাধতেও পারে। তবে বিরোধের আবির্ভাব ঘটলে নাগরিকরা সত্যাগ্রহের সাহায্যে তার মীমাংসা করে ফেলবে। আর আদৌ এ ধরনের সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে পারেননি। তিনি কেবল বলেছেন যে আমাদের চেষ্টা করে যাওয়া প্রয়োজন। সদিচ্ছা, মনের দৃঢ়তা ও লক্ষ্য নিয়ে মানুষ আদর্শ সমাজ গড়ার কাজে এগিয়ে যাবে এবং কোথায় সেই পথের শেষ তা আগে থেকে চিন্তাভাবনা করে লাভ নেই। আদর্শ স্থির করে তা বাস্তবায়িত করার দিকে এগিয়ে যাওয়াই হবে ব্যক্তির কাজ।

গান্ধিজী ও রামরাজ্য :

গান্ধিজীর রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তাঁর রামরাজ্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা না হয়। ভারত স্বাধীন হবার পর এর রাষ্ট্রব্যবস্থা, গণতন্ত্র ও সামাজিক কাঠামো কেমন হবে সে সবের ওপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৫ খ্রিঃ থেকে নানা প্রসঙ্গে রামরাজ্য কথাটি ব্যবহার করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এর নানা ব্যাখ্যা দেন এবং সেগুলি যে সব সময়ে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল তা নয়। তবে তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ভারত স্বাধীন হবার পর এখানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হবে তা রামায়ণের রাম যে ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তার মতোই হবে। অপরিশোধিত অর্থে কথাটি তাই হলেও এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রামরাজ্য বলতে গান্ধীজী নিছক রামের শাসন বা রাম নামক কোনো ঐতিহাসিক পুরুষের আবির্ভাবের কথা বলতে চাননি। রামরাজ্যের তাৎপর্য ও তাঁর কল্পনার ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এই দুটি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে বলা যায় – রামরাজ্য বলতে তিনি Sovereignty of People based on pure moral authority বোঝাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ জনগণ হবে সার্বভৌম ক্ষমতার

আচার এবং তাদের কাজকর্ম, আচরণ ইত্যাদির ভিত্তি হবে নৈতিকতা। নৈতিকতাবোধসম্পন্ন নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা চূড়ান্ত রূপে প্রয়োগ করবে। পাশ্চাত্যের অনেক রাষ্ট্র দাবী করে যেমন কেবল জনগণের সার্বভৌমিকতার কথা বলেছেন গান্ধী সে বিষয়ে সহমত পোষণ করেননি। নীতি জ্ঞানের অধিকারী না হলে অন্যায়, অবিচার ও পীড়নের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। রাম ছিলেন ন্যায়বিচার, ত্যাগ, নির্লোভতার প্রতীক। তিনি তাঁর রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কোনো প্রজার প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি। গান্ধিজী বলেছিলেন ইংরেজ সরকার চলে যাবার পরে ভারতেও এই ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সহিষ্ণুতা অনুশীলন করবে। পরস্পরের প্রতি কোনো বিদ্বেষভাব মনে স্থান দেবে না। গান্ধিজীর রাম এবং ইতিহাসের রাম এবং প্লেটোর দার্শনিক রাজার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল পটভূমিতে। গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলির জরাজীর্ণ অবস্থা ও সমস্ত বিষয়ে বিশেষ করে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অধোগামিতা দেখে তিনি দার্শনিক রাজা ও আদর্শ রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন। গান্ধীর চিন্তাধারাও কিছুটা একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাম কখনও প্রজাপীড়ক রাজা ছিলেন না। প্রজার পালন ও কল্যাণ বিধান ছিল তাঁর প্রশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনমতকে তিনি গুরুত্ব দিতেন এবং জনমত উপেক্ষা করে তিনি রাজ্য শাসনের কথা ভাবতেও পারেননি। প্রজাপীড়ক না হলে হিংসার স্থান থাকবে না। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই গান্ধিজী হিংসার চরম বিরোধী ছিলেন। প্রশাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রিসীমানা থেকে তিনি হিংসাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন। গান্ধী মনে করতেন রামরাজ্যই কেবল প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। তিনি মনে প্রাণে হিন্দু হলেও মৌলবাদী আদৌ ছিলেন না। তিনি রামকে কখনও ধর্মবতার বলে গণ্য করেননি। রামকে তিনি ন্যায়পরায়ণতা, সুশাসন ও নিরপেক্ষতার প্রবর্তক বলে মনে করতেন এবং সেই বিচারে তিনি স্বাধীন ভারতে রামরাজ্যের অনুরূপ রাজ্য শাসন আনতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা তিনি ভাবেননি। তাঁর স্বপ্নের ভারতে স্থাপিত হবে রামরাজ্য যা হবে Kingdom of God on Earth. ভগবানকে তিনি বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতীক বলে চিন্তায় আনেননি। সমস্ত ধর্মকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখতেন। সেইজন্য তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে জার্মান দার্শনিক হেগেলও বলেছিলেন যে রাষ্ট্র হচ্ছে March of God on Earth. কিন্তু হেগেল ও গান্ধীর মধ্যে বিস্তর ফারাক। গান্ধী রাষ্ট্রকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী করে তোলেননি। তিনি রামরাজ্য বলতে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্রের কথা বলতে চেয়েছিলেন। এই গণতন্ত্রে কোনো প্রকার

শোষণ থাকবে না। তিনি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবস্থিতিকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। এমনকি নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদকেও তিনি গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে ভাবতেন। তাঁর কল্পিত রামরাজ্যে বৈষম্যের স্থান থাকবে না। রামরাজ্যে থাকবে সত্য এবং অহিংসা। আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করলেও নাগরিকগণ হিংসার সাহায্যে তার প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হবে না। অহিংস উপায়ে অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করবে এবং এইভাবে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

রামরাজ্য বা রামরাজকে আমরা গান্ধী কল্পিত আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা আদর্শ সমাজ নামে অভিহিত করতে পারি। তাঁর নৈরাজ্যবাদের এটি আর একটি দিক। কারণ রামরাজ্যে কেবল হিংসা থাকবে না তা নয়। শোষণ, পীড়ন, বলপ্রয়োগ কোনো কিছুই থাকবে না। এখানে থাকবে পূর্ণ আকারের স্বশাসন এবং প্রশাসন বা পরিচালনের মধ্যে বিরাজ করবে নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা। এককথায় বলা যায় যে গান্ধীর রামরাজ্য, প্লেটো এবং আরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্র এবং রুশোর নৈতিক সমাজ সমস্তই সমশ্রেণীতে পড়ে। সবই কল্পিত ও ইউটোপীয়। আর গান্ধীর রামরাজ্য কেবল কাল্পনিক নয় একটি 'নি-রাজ' সমাজ।

গান্ধী ও অছিব্যবস্থা ঃ

গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার মূল বিষয়গুলির উৎস ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, সভ্যতা এবং অছিব্যবস্থা তারই একটি প্রকাশমাত্র। এর উদ্দেশ্য হল প্রথমত, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে সমতাভোগী সমাজে রূপান্তরিত করা। পুঁজিবাদের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তার অবসান ঘটিয়ে সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। অছিব্যবস্থা বলতে চায় যে পুঁজিপতিদের চরিত্র অসংশোধনীয় নয়। সম্পদ ও সম্পত্তিকে সমাজে যৌথ মালিকানাধীনে এনে পুঁজিবাদের পরিবর্তন সাধন ঘটানো অছিব্যবস্থার লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, অছিব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানাকে স্বীকার করে না। তবে যদি তা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, মেনে নেওয়া যেতে পারে। লক্ষণীয় হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কখনও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিয়োগ করা যাবে না বলে গান্ধিজী বলেছেন। ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগ – এই যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্দেশ্য হয়, তবে তা অনুমোদন করা যাবে।

তৃতীয়ত, অছিব্যবস্থায় আইনের অস্বীকৃতি। তবে আইন থাকবে বলে গান্ধিজী উল্লেখ করেছেন। আইন অছিব্যবস্থায় থাকলেও নানাবিধ উপায়ে দৃষ্টিভঙ্গী ও মনের

পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ আইন অছিব্যবস্থার চালিকাশক্তি বা নিয়ন্ত্রক হবে না।

চতুর্থত, অছিব্যবস্থায় প্রত্যেকের জন্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয় বেঁধে দেবে। এই আয় এমন হবে যাতে সচ্ছলতার সঙ্গে জীবনধারণ করা যায়।

পঞ্চমত, পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন মুনাফার দ্বারা নির্ধারিত হবে না, তবে সমাজের প্রয়োজনের দ্বারা. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেই সমস্ত পণ্যের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যেগুলি পর্যাপ্ত মুনাফা সুনিশ্চিত করতে পারবে। গান্ধিজী এর পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য ট্রাস্টশিপ প্রথা আনতে চেয়েছিলেন। এর সাহায্যে অর্থব্যবস্থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে গান্ধীর অছিব্যবস্থাকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। কার্যত অছিব্যবস্থার সুপারিশ করে তিনি প্রকারান্তরে সমাজে সম্পদের অসম বণ্টনকে সমর্থন করেছেন। তাই পরবর্তীকালে তাঁর এই ধারণাকে ইউটোপীয়া বা কাল্পনিক বলে সমালোচনা করা যায়।

গান্ধিজীর আদর্শ রাষ্ট্র – একটি মূল্যায়ণ ঃ

গান্ধিজী 'হিন্দ স্বরাজ' নামে তাঁর রচিত পুস্তকে বলেছেন, আদর্শ সমাজের প্রধান উপাদানগুলি হল এখানে হিংসা, পীড়ন, শোষণ, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা থাকবে না। কারোর ওপর ক্ষমতা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। শাসককে শাসিতের নির্দেশ চলতে হবে। প্রতিটি গ্রাম হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে এক একটি গ্রাম হবে এক একটি প্রজাতন্ত্র। এই প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্র থাকবে কিন্তু পরস্পরাগত রাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, পীড়ন এবং শাসক শাসিত সম্পর্ক থাকবে না। তাঁর আদর্শ সমাজকে আমরা আলোকপ্রাপ্ত নৈরাজ্যবাদ বলতে পারি। কারণ এই জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিটি নাগরিক নিজের আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধি, চেতনা প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত এবং যুক্তিবাদীতা ও পরার্থপরতা তাদের মধ্যে বিকশিত। তিনি এর আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজবাদী ব্যবস্থাকে যুক্ত করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে শোষণের একমাত্র প্রতিষেধক ভেবেছিলেন। সুতরাং ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তবে তিনি এখানে একটি পূর্ব শর্ত আরোপ করেছেন এবং তা হল ব্যক্তি মালিকানাকে সরকারি মালিকানায় পরিণত করার ব্যাপারে হিংসার আশ্রয় অবশ্যই নেওয়া হবে না। এই কারণেই গান্ধিজীর সমাজতন্ত্রকে অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজতন্ত্র বলেছেন। তাঁর আদর্শ সমাজ হবে রামরাজ যেখানে ন্যায়পরায়ণতা,

নিরপেক্ষতা, সাম্য, অহিংসা, ভোগবিলাস ও স্বার্থপরতা বর্জিত। গান্ধিজী যে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন তার মধ্যে সুসংগঠিত সংসদীয় ব্যবস্থা ও সরকার থাকবে না। তবে পরে অবশ্য সংসদের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি, আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, আদর্শ বর্জিত সভ্যতা, ধর্ম থাকবে না। অর্থনীতি হবে কুটির ও প্রাচীন শিল্প কেন্দ্রিক এবং বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিদায় দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন. আদর্শ রাষ্ট্র গঠিত হবে ভারতের অতীতের ঐতিহ্য, নায়নীতি, আদর্শ, ধর্ম, মূল্যবোধ, সভ্যতা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে। গান্ধী কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের এই হল সংক্ষিপ্তসার। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে এইরূপ আদর্শ রাষ্ট্র আদর্শে বাস্তবে অর্জন করা সম্ভবপর কিনা। গ্রাম প্রধান ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেওয়ার জন্য তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিকল্পনা হিসাবে নিখুঁত, আদর্শ হিসাবে তুলনাহীন। একথা আজকের দিনেও সত্য যে গ্রাম প্রধান ভারতের বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন গ্রামের উন্নতি। তবে তা কোনোভাবেই সহজে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ গ্রাম প্রজাতন্ত্র বা গ্রাম স্বরাজ স্থাপনকে তিনি যত সহজ বলে মনে করতেন বাস্তবে তা সহজ নয় সে উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে তাঁর নানা লেখায় তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলতেন যে আদর্শ রাষ্ট্র বা গ্রাম প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা সহজ কাজ নয়।

গান্ধিজী মনে করতেন স্বরাজের মধ্য দিয়েই ভারতবাসীরা নিজেদের সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা চালাবে। ভারতের সভ্যতা ব্রিটিশ সভ্যতার চেয়ে অনেক উন্নত। এই তুলনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে হয়তো অনেকেই সহমত পোষণ করবেন না। কিন্তু আমার প্রশ্ন সেই সহমত নিয়ে নয়। একটি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, উন্নত কি অনুন্নত তা সেই বিশেষ জাতির নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু সেই জাতি যদি সেই সভ্যতাকে অবলম্বন করে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে চায় তাহলে অন্য জাতির উচিত নয় বাধার সৃষ্টি করা। এখানে তিনি স্বরাজ ধারণাটিকে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে গণ্য করেছেন। পরিশেষে একটি কথা বলি, গান্ধিজীর স্বরাজকে স্বাধীনতা বা Freedom or Liberty একটিমাত্র বন্ধনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন প্রকৃত অর্থ উদ্ধারে আমরা ব্যর্থ হব। সর্বোপরি প্রকৃত অর্থেই রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধিজীর ধ্যান ধারণা নৈতিকতা ও স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে।

তথ্য সহায়ক গ্রন্থ/পত্রপত্রিকা ঃ

১— N. K. Bose, Studies in Gandhism, Calcutta, 1962, P.

24-34.
২— The Collected Works of Mahatma Gandhi, The Publication Division, Government of India, Vol. X, 1963, P. 59-70.
৩— Ibid, P. 58.
৪— Ibid, P. 60-62.
৫— Harijan, October 14, 1938.
৬— Harijan, March 9, 1940.
৭— Young India, August 6, 1925.
৮— Haridas, T. Majumdar, Mahatma Gandhi, A Prophetic Voice, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1963, P. 83-86.
৯— Gandhi, His Life and Work, Karnatak Publishing House, Bombay, 1944, P. 363-369.
১০— John V. Bondurant : Conquest of Violence, Oxford University Press, Bombay, 1959, P. 147-157.
১১— Young India, September 3, 1925.

— ❖ —